মুজিবনগরে পরিক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন ইউএনও

মুজিবনগরে জিএসসি সমমানের পরিক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনী ।

শনিবার সকালে পরিক্ষা চলাকালীন সময়ে তিনি উপজেলার সকল কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পরিক্ষার সেন্টার পরিদর্শন করেন।

এ সময় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। মানবিক বিভাগের জন্য মুজিবনগর উপজেলায় মূল পরিক্ষন কেন্দ্র মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভেনু মানিকনগর ডিএস আমেনিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও

ভোকেশনাল বিভাগের জন্য দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রসহ মোট ৩টা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পরিক্ষায় ১৮টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহন করেন।

মানবিক বিভাগে নিয়মিত ১৬৭৫ জন, অনিয়মিত ২৫৬ জন ও ভোকেশনাল বিভাগে নিয়মিত ১৯১ জন, অনিয়মিত ১৩৬ জন পরিক্ষার্থী অংশ নেন।

পরিক্ষন কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম ও দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেয়ামত মালিথা। প্রথম দিনে সকল বিভাগে বাংলা পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর অফিসে

মুজিবনগরে নানা আয়োজনের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগরে পুকুরে ডুবে বৃদ্ধ মহিলার মৃত্যু

মুজিবনগর ভবরপাড়া নপড়া পুকুরে ডুবে দৈলী খাতুন (৮৫) নামের এক বৃদ্ধ মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তিনি ভবরপাড়া গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার মৃত মিনহাজ মল্লিকের সহধর্মিণী।

গতকাল শুক্রবার বিকালে পরিবারের লোকজন জানান প্রতিদিনের নেয়ে আজ বাসা থেকে বের হয়ে নপড়া পুকুরে গোসল করতে গিয়ে সময় ঐ পুকুরে পড়ে পানির নিচে তলিয়ে যান। সন্ধা ৬ টার দিকে পুকুরে লাশ ভেসে উঠতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায় তিনি মৃগ্রির প্রতিকন্ধি রুগী ছিলেন এমনটি জানান এলাকাবাসী। পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় লাশটি পরিবারের নিকট হস্তান্তর করে।
মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচারর্জ আবদুল হাসেম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগর প্রতিনিধি

মুজিবনগরে ইউএনওর হস্তক্ষেপে বাল্যবিয়ে বন্ধ

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি এর হস্তক্ষেপে বাল্যবিয়ে থেকে মুক্তি পেয়েছে মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী কুলসুম খাতুন।

বৃহস্পতিবার সন্ধায় মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ফিল্ডপাড়ায় কুলসুম এর নিজ বাড়িতে বিয়ের জন্যে আয়োজন কালে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এ বাল্যবিয়ে বন্ধ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনি।

কুলসুম খাতুন মোনাখালী গ্রামের আমানুল ইসলামের মেয়ে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধায় কুলসুমের পিতা গোপনে তার নাবালিকা মেয়ের বিয়ের জন্যে আয়োজন করছে।

এমন খবরের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করি। পরে ঘটনা সঠিক হলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বাল্য বিয়ে দেওয়ার অপরাধে বিয়ে বন্ধসহ মেয়ের বাবার কাছ থেকে বাল্য বিবাহ নিয়ন্ত্রন আইনে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

একই সাথে মেয়ের প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে না দেয় সে জন্যে মেয়ের পিতার কাছ থেকে মুচলেকায় নেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত চলাকালীন সময়ে মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর অফিস

বাগোয়ান যুবসংঘ শেখ রাসেল ফুটবলে শিবপুর চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুরের মুজিবনগর বাগোয়ান যুব সংঘের অনুষ্ঠিত শেখ রাসেল ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে আনন্দবাস একাদশ কে ২-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিবপুর একাদশ।

মুজিবনগর বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ফাইনাল এ ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কাজী কমর উদ্দীন সেলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, টুরিষ্ট পুলিশ ইনচার্জ সাজ্জাদ হোসেন।

আরোও উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি আজিজুর রহমান মোংলা সহ এলাকাবাসী।

মুজিবনগর প্রতিনিধি

মুজিবনগরে শ্বাস রোধ করে বৃদ্ধাকে হত্যা !

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার একটি মাঠ থেকে সফেদা খাতুন নামের এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের শারঘর মাঠ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। ওই বৃদ্ধার নাম সফেদা খাতুন (৭০)। তিনি ওই গ্রামের মৃত আবদুল জলিলের স্ত্রী।

পুলিশ জানায়, সফেদা খাতুন প্রতিদিন তাঁর ১১টি ছাগলকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য মাঠে নিয়ে যেতেন। পুলিশ লাশ উদ্ধারের সময় ৯টি ছাগল দেখতে পায়। ২টি ছাগল পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া লাশ উদ্ধারের সময় গলায় ফাঁস দেওয়ার মতো দাগ ছিল। এতে করে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, ছাগল চুরিতে বাধা দেওয়ায় বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।

বৃৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষ করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হাশেম এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে।

-নিজস্ব প্রতিনিধি

মিলু কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি পুনঃ নির্বাচিত

মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। মহাজনপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল ৩টায় কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় অফিস রুমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন উপস্থিতে ওই নির্বাচন কোন প্রতিদন্দী প্রার্থী না থাকায় ভোটারা সর্ব সম্মতিক্রমে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু ৪র্থ বারের মত কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করেন।

এ সময় সেখানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুর ইসলামসহ ওই কমিটির সদস্যবৃন্দ।

মুজিবনগর প্রতিনিধি

মুজিবনগর মোনাখালীতে স্বামী- সংসার হারিয়ে দিশেহারা কিশোরী

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামে স্বামী সংসার হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এক কিশোরী। মেহেরপুর সদর উপজেলা রাজিব নামের এক যুবক যৌতুক দিতে না পারায় ঐ কিশোরীকে

জোরপূর্বক তালাক দিতে বাধ্য করেছে।

সেই সাথে বিয়ের সময় ২ লাখ ১০ হাজার টাকা নিলেও তালাকের সময় সেটা ফেরোত দেওয়ার কথা থাকলেও দেয়নি। তালাকের তিন দিনের মাথায় পূর্ব থেকে সম্পর্ক থাকা চুয়াডাঙ্গা থেকে এক মেয়েকে নিয়ে এসে রাজিব বিয়ে করে।

এ বিষয়ে অসহায় কিশোরীর পিতা আরফিন মোল্লা জানান, আবাবাস আলীর ছেলে রাজিবের দাদা দাদির বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে হলেও সে ছোট থেকে মোনাখালী বসবাস করে আসছে।

সেখানেই বছর দেড়েক আগে আমার মেয়ে রজনীর সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ে সময় সেনাবাহিনীর চাকরি পাবে বলে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা রাজিবকে দেওয়া হয়। পরে সে চাকরি না পেয়ে ট্রাক চালানো শুরু করে। এসময় সে বিভিন্ন নেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে। বিয়ের কয়েক মাসের মাথা আমার মেয়েকে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সে প্রচুরৃ মারধর করতো। বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে টাকা দাবি করতো। দিতে না পারলে আমার মেয়েকে মারতো।

কিশোরী রজনী বলেন, বিভিন্ন সময় টাকার দাবিতে কারনে অকারনে আমাকে মারধর করতো। আমাকে বিয়ে করার পর সে অন্য একটা মেয়ের সাথে পরকিয়া করতো। কিছু বলতে গেলে আমাকে বেদড়ক মারধর করতো। একরাতে সে আমাকে মেরেফেলতে চেয়েছিল। আমার গলায় ফাস লাগিয়ে ধরে ছিল পরে কোনমতে আমি বেচে গিয়ে বাড়িতে খবর দিই।

গত জুন মাসের ২৪ তারিখে আমার বাড়ি থেকে লোকজন আসলে রাজিব তাদের বলে আমাকে তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে বের হতে হবে। এসব কথাই রাজিবের পরিবারের লোকজন সম্মতি জানায়ে আমাকে জোর শুরু করে।

আমি আমদের দেওয়া টাকার কথা বললে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে রাজিবের পিতা ও রাজিব বলে, তোদের টাকা পেয়ে যাবি আগে তালাক দে। কোন উপায় না পেয়ে তাদের চাপের মুখে আমি তালাক দিতে বাধ্য হয়।
কিন্তু আজা পর্যন্ত আমাদের সে কোন টাকাই ফেরত দেয়নি। টাকা চাইলে বিভিন্ন তালবাহানা করে ও হুমকি দেয়। এ বিষয়ে অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি কর্েও লাভ হয়নি।

এ বিষয়ে রাজিব সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, রজনীরা আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ করেছে তা সঠিক নয়। রজনী নিজে আমাকে তালাক দিয়েছে। টাকার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, রজনীরা আমার কাছে টাকা পাবে, চাকরি পাবো বলে তাদের কাছে থেকে টাকা নেওয়অ হয়েছে। এখন

আমার কাছে কোন টাকা নেই। টাকা পেলে তাদের টাকা শোধ করে দেবো।

পরকিয়ার কথা জানতে চাইলে তিনি আমতা আমতা করে বলেন, আমার সাথে কারও প্রেমের সম্পর্ক ছিল না । আমার তালাকের ১৫ দিন পর আমি বিয়ে করেছি।

:মতুর্জা ফারুক রুপক

টাইম স্কেল পাইয়ে দিতে ঘুষ চাইলেন ১০ লাখ টাকা

মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের ১১জন প্রদর্শক ও কর্মচারীর প্রাপ্য টাইম স্কেল দিতে গড়িমসি ও উৎকোচ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতি. দায়িত্ব) আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

এ কাজ পাইয়ে দিতে ১০ লাখ টাকা ঘুষ চেয়েছেন ভুক্তভোগীদের কাছে ঘুষ না দেওয়ায় কাগজপত্রের নানা ত্রুটি দেখানো হচ্ছে।

জানা গেছে, ‘আত্মিকরণ বিধিমালা ২০০০’ অনুযায়ী শিক্ষা অধিদপ্তর ২০১৮ সালের ১লা আগষ্ট এই টাইম স্কেল অনুমোদন করে। এই আদেশের ভিত্তিতে শিক্ষা অধিদপ্তর সহ সারাদেশের ১২ টি কলেজের ১৩০ জন চাকুরীজীবী এই প্রাপ্যতা অর্জন করেন। এরই মধ্যে অনুমোদিত টাইম স্কেল প্রায় সকলে পেয়ে গেলেও মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের ১১জন প্রদর্শক-কর্মচারী তাদের প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বঞ্চিতরা হচ্ছেন- পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রদর্শক হাসানুজ্জামান, রসায়ন বিভাগের প্রদর্শক ওহিদুল ইসলাম, শরীর চর্চা শিক্ষক মো;আব্দুল হানিফ, কোষাধাক্ষ্য আকরাম আলী, অফিস সহকারি আসাদুল হক, অফিস সহায়ক আফাজ উদ্দিন, অফিস সহায়ক ফেরদৌস হাসান, মালি আজিম উদ্দিন জোয়ার্দার, পরিচ্ছন্নতা কর্মী আব্দুল খালেক, আয়া জেরিনা খাতুন, আয়া সুফিয়া খাতুন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির

সুপারিশ মোতাবেক অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিস এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানের প্রদর্শক ও তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের টাইম স্কেল মঞ্জুর করে। যার স্বারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০১.৩৯.০০১.১৮-৩৫২২৯/৬২, তারিখ-০১.০৮.২০১৮ ।

এক বছর দুই মাস আগের একটি সরকারী বৈধ আদেশ থাকা সত্বেও এই ১১ জন কর্মচারী তাদের ন্যায্য প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । মাঝে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকতা হিসাবে ২/৩ জন স্বল্পকালীন সময়ে বদলি হয়ে যান। এখন আবার বর্তমান দায়িত্ব প্রাপ্ত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার ঘুষের খপ্পড়ে পড়ে বিষয়টি ঝুলে আছে।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী প্রদর্শক হাসানুজ্জামান ও ওহিদুল ইসলাম জানান, বিভিন্ন কলেজের টাইম স্কেল প্রাপ্তরা তাদের প্রাপ্য পেয়ে গেলেও মুজিবনগর উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার গুরত্বহীনতার কারণে আমরা পাচ্ছিনা। কাগজপত্রের ত্রুটি দেখিয়ে দিনের পর দিন

ঘোরাচ্ছেন এবং ১০ লাখ টাকা দিলে কাগজপত্র ঠিক করে টাইম স্কেল পাওযার ব্যাপারে কাজ করবেন বলে ঘুষ দাবি করেন (ঘুষ চাওয়ার রেকর্ড প্রতিবেদকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে)।
তিনি আরো জানান, খুলনার দাকোপ কলেজ, নড়াইলের লোহাগড়া সরকারি আদর্শ

মহাবিদ্যালয়, ফরিদপুরের বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ কলেজসহ প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের স্টাফরা টাইম স্কের পেযেছেন কিন্ত আমরা পাচ্ছিনা এর জবাব হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কাছে জানতে চাওয়া হলে হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা রূঢ় হয়ে বলেন, সেসব স্থানে বদলি হয়ে বেতন ভাতা তোলেন।

কাগজ পত্রের ত্রুটির কথা বলছেন আবার টাকা দিলে সেগুলো বৈধ হযে যায় কিভাবে এমন প্রশ্ন করলে তিন চুপ থাকেন বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন। ভুক্তভোগীরা আরো জানান, বিষয় টি নিয়ে জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির কাছে গেলে তিনি নিজেই হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কে ফোন করেন কিন্তু ফোন ধরেন নি। পরে তিনি এ পি এসের মাধ্যমে মুজিবনগর ইউএনও কে বিষয়টি সমাধানের জন্য নির্দেশ দেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলামের সাথে ঘুষ চাওয়ার কথা যানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি টাকা চেয়েছি। তাদের কাগজ পত্রের ত্রুটি আছে যে কারণে এই মুহুর্তে টাইম স্কেল দেওয়ার কাজটি করা যাচ্ছেনা। তবে কাগজপত্র আমি উর্ধতন

কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি।

সময়মত তাঁরা তাদের পাওনা অর্থ পেয়ে যাবেন।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনী জানান, বিষয়টি নিয়ে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সাথে কথা হয়েছে। যাতে উনারা দ্রুত প্রাপ্ত টাইম স্কেল পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁকে বলেছি।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালন

বর্ণাঢ্য র্যালী, আলোচনা সভা ও সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনস মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আ: হালিম, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক আতাউল হাকিম, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য্য, জেলা কমিউনিটি পুলিশিং ফোরামের সভাপতি ডা. এমএ রাশার, অ্যাড. শফিকুল আলম প্রমুখ।

এ সময় কমিউনিটি পুলিশিং এ বিশেষ অবদান রাখায় পিপি পল্লব

ভট্টাচার্য অ্যাড. শফিকুল আলম ও ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাসকে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও আইজিপির পক্ষ থেকে এসআই আহসান হাবীব এবং ডা, এম এ বাশারকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
এদিকে কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে একটি র্যালী বের করা হয়। পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি পুলিশ সুপার কার্যালয়ে বেলুন উড়িয়ে র্যালীর সূচনা করেন। বাদ্যের তালে তালে র্যালীটি পুলিশ সুপারের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু করে পুলিশ লাইনস এ গিয়ে শেষ হয়।

র্যালীতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, সদর থানার ওসি শাহ দারা, গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা কে এম আতাউল হাকিম লাল মিয়া, ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন আহম্মেদ চুন্নু, শাহজামাল, আনারুল ইসলাম সহ পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জন প্রতিনিধি, শিক্ষক- শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রতিনিধি জানান, “পুলিশের সাথে কাজ করি, মাদক-জঙ্গি-সন্ত্রাস মুক্ত দেশ গড়ি” এ শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে কমিিউনিটি পুলিশিং ডে পালিত হয়েছে।
দিবসটি উপলক্ষে গাংনী বাজার বাসষ্ট্যান্ড শহীদ রেজাউল চত্বর থেকে একটি র্যালী বের হয়ে গাংনী থানা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। গাংনী থানা ও গাংনী উপজেলা পুলিশিং কমিটির আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। থানা চত্বরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো: ওবাইদুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম গাংনী উপজেলা পুলিশিং কমিটির সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এডভকেট একেএম শফিকুল আলম, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, পুলিশিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

মুজিবনগর অফিস জানায়, বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে মুজিবনগরে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালন করা হয়েছে।

শনিবার বিকাল তিনটার সময় মুজিবনগর থানা চত্বরে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

এদিকে, কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে আলোচনাসভার আগে “জনতাই পুলিশ, পুলিশিই জনতা” এই শ্লোগানে একটি র্যালী বের করা হয়। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের নেতৃত্বে র্যালীটি থানা চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের মেন মেন সড়ক প্রদক্ষিন করে পুনরায় থানা চত্বরে এসে শেষ হয়।

উক্ত র্যালীতে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,উপজেলা যুবমহিলা লীগের সাধারন সম্পাদক তহমিনা খাতুন, কেদারগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিক, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলিফ হোসেনসহ পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক- শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশ নেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছায় রক্তদান, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় পালন করা হয়েছে কমিউনিটি পুলিশিং ডে। শনিবার দিনব্যাপি এসব কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

পুলিশিং ডে উপলক্ষ্যে সকাল ১০টায় জেলা পুলিশের আয়োজনে শহরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে বের হয়ে শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রা শেষে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা চত্বরে আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। এ কর্মসূচিতে জেলা পুলিশের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাসহ কনস্টেবলরা রক্তদান করেন।

দুপুরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে পুলিশিং ডে’র তাৎপর্য তুলে ধরতে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা। জেলা পুলিশিং কমিটির প্রধান উপদেষ্টা পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এ সময় তিনি বলেন, অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমান পুলিশিং ব্যবস্থা জনবান্ধব। এখন আর সাধারণ মানুষকে থানাতে গিয়ে হয়রানি হতে হয়না। ফোন করা মাত্রই পুলিশ পৌঁছে যায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এটি সম্ভব হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায়।
জেলা পুলিশিং কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলাম তার বক্তৃতায় বলেন, শুধু পুলিশের একার পক্ষে একটি জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য দরকার সাধারণ মানুষের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা।

আর এজন্যই কমিউনিটি পুলিশিং গঠন ছিল সময়ের দাবি। তিনি দাবি করেন, কমিউনিটি পুলিশিং গঠনের পর এখন সাধারণ মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরা। কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় দেশে মাদক, সন্ত্রাসী জঙ্গীবাদ নির্মূল সহজ হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন জাহিদুল ইসলাম। আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) খোন্দকার ফরহাদ আহমদ, পৌর মেয়র ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু, জেলা পুলিশিং কমিটির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এসএম ই¯◌্রাফিল ও সদস্য সচিব মনিরুজ্জামান।

আলোচনা সভা শেষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এর আগে পুলিশ ডে উপলক্ষ্যে একটি বিশাল কেক কাটা হয়।
আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের আয়োজনে ‘পুলিশের সাথে কাজ করি, মাদক জঙ্গীমুক্ত দেশ গড়ি’ স্লোগান নিয়ে কমিউনিটি পুলিশিং ডে ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকালে আলমডাঙ্গা থানা চত্ত্বর থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ। সভাপতিত্ব করেন পুলিশিং কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান প্রষ্ঠপোষক আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদীর গনু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সীমা শারমিন, জেলা চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী হারদী ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, উপজেলা

ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোতেট সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, বণিক সমিতির সম্পাদক আলহাজ¦ মীর শফিকুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, নুরুল ইসলাম, আবু সাঈদ পিন্টু, আব্দুল হালিম, আমিনুল ইসলাম রোকন, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন, বিআরডিবি চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম মহিদ, প্রেস ক্লাবের সভাপতি শাহ্ আলম মন্টু।

অনুষ্টানের শুরুতে কেক কেটে অনুষ্টানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কলিম উল্লাহ।
কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, পুলিশের সাথে কাজ করি মাদক জঙ্গী ও সন্ত্রাস মুক্ত দেশ গড়ি এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার আয়োজনে ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সার্বিক সহযোগীতায় কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে” পুলিশই জনতা জনতাই পুলিশ”এ স্লোগানকে সামনে রেখে কমিউনিটি পুলিশিং ডে -২০১৯ উপলক্ষে র্যালি আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিটি বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়। আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টাস) আবুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সভাপতি দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক জেলা পরিষদ প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সহিদুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান শাহ মো: এনামুল করিম ইনু,জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হেসেন, হাউলী ইউপি চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দীন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সহিদুল হক, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সুকুমার বিশ্বাস, ওসি(তদন্ত) কে এম জাহাঙ্গীর কবির, দর্শনা থানার পরিদর্শক মাহবুবুর রহমান, কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ইমদাদুল হক ইমন, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, সাংগঠনিক